সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সেলিব্রেইটিং ফিফটি ইয়ারস অব বাংলাদেশ-নেপাল ফ্রেনডশিপ: শেয়ারড ভিশন অব পিস, প্রোগ্রেস এন্ড প্রস্পারিটি

রবিবার, ১২ মার্চ ২০২৩

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) রবিবার, ১২ মার্চ ২০২৩ তারিখে বিআইআইএসএস অডিটোরিয়ামে "**সেলিব্রেটিং ফিফটি ইয়ারস অব বাংলাদেশ-নেপাল ফ্রেন্ডশিপ: শেয়ারড ভিশন অব পিস, প্রোগ্রেস এন্ড প্রস্পারিটি**" শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের **মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন, এমপি,** অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বিআইআইএসএস এর মহাপরিচালক **মেজর জেনারেল শেখ পাশা হাবিব উদ্দিন,** ওএসপি, এসজিপি, বিএএমএস, এএফডব্লিউসি, পিএসসি। এরপর বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত নেপালের **মাননীয় রাষ্ট্রদূত জনাব ঘনশ্যাম ভান্ডারী।** সেমিনারে **ড. স্বর্ণিম ওয়াগলে,** চেয়ার, দি ইনস্টিটিউট ফর ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (আইআইডিএস), কাঠমান্ডু এবং **রাষ্ট্রদূত মাশফি বিনতে শামস,** রেক্টর, ফরেন সার্ভিস একাডেমি, বাংলাদেশ, তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অধিবেশনের মুক্ত আলোচনা শেষে প্রধান অতিথি তাঁর মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন। সর্বশেষে বিআইআইএসএস এর মহাপরিচালক তাঁর সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন এবং সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন, এমপি নেপাল ও বাংলাদেশের ২০২৬ সালে এলডিসি উত্তরণের কথা উল্লেখ করে বলেন, এলডিসি উত্তরণের জন্য দুই দেশেরই একসঙ্গে কাজ করার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, জ্বালানি, পর্যটন, শিক্ষা, অভিবাসন এবং দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির উপর জোরদার আরোপ করেন। তিনি দুই দেশের অভিন্ন সমৃদ্ধির জন্য মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাবনা অন্বেষণ এবং দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

মাননীয় রাষ্ট্রদূত জনাব ঘনশ্যাম ভান্ডারী বলেন বৈশ্বিক শান্তিপ্রতিষ্ঠায় নেপাল ও বাংলাদেশের অভিন্ন অঙ্গীকার রয়েছে। তিনি আরও বলেন বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সুযোগ সম্প্রসারণ, জলবিদ্যুৎ সম্ভাবনা অন্বেষণ এবং পর্যটনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে কাজ করার সম্ভাবনা রয়েছে। রাষ্ট্রদূত ভবিষ্যতের পরিকল্পনার জন্য দুই দেশের যৌথ অভিজ্ঞতার আলোকে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে গভীরভাবে কাজ করার উপরও জোর দেন।

মেজর জেনারেল শেখ পাশা হাবিব উদ্দিন, ওএসপি, এসজিপি, বিএএমএস, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, বলেন বাণিজ্য, বিনিয়োগ, যোগাযোগ, জ্বালানি সহযোগিতা, শিক্ষা ও পর্যটনের মতো ক্ষেত্রে দুই দেশের সহযোগিতার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে উপ-আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক প্লাটফর্মে কাজ ও সহযোগিতা বৃদ্ধির রয়েছে অপার সম্ভবনা। বাংলাদেশ ও নেপাল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে এগিয়ে নিতে জলবিদ্যুৎ ও অবকাঠামো উন্নয়নে সহযোগিতা বাড়াতে কাজ করতে পারে।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার পদস্থ কর্মকর্তা, বিদেশি দূতাবাসের প্রতিনিধি, ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা, সাবেক কূটনীতিক, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের প্রতিনিধি এবং মিডিয়া ব্যক্তিত্ব অংশগ্রহণ করেন। মুক্ত আলোচনায় তাঁদের মূল্যবান মতামত, মন্তব্য, পরামর্শ এবং পর্যবেক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেমিনারকে সমৃদ্ধ করেন।